দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

অনুমোদনহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বর্তমান পরিস্থিতি

ড. মো. হুমায়ুন কবীর

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার পরেই গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা হলো শিক্ষা। সেই শিক্ষা গ্রহণের বিভিন্ন মাধ্যম ও পদ্ধতি রয়েছে। তারমধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, যা বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আর অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থাকার বাধ্যবাধকতা নেই। পরিবারে, প্রতিবেশী, সমাজে, হাটে-ঘাটে, বাজারে, রাস্তায়, অফিসে-আদালতে, চলনে-বলনে, সরকারি-বেসরকারি স্থান সর্বত্রই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। যেকোন ধরনের শিক্ষার মানেই হলে নিজেকে সচেতন করা, মানুষের মত মানুষ হয়ে নিজের, পরিবারের, সমাজের এবং দেশের কল্যাণে কাজ করা। এটাই হলো প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর সেসব মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য চাই ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

সরকার তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারিকরণ করে নিয়েছেন। তারপরও অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো অনুমোদিত কিন্তু বেসরকারি। সেগুলোও একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির ভিতর দিয়ে চলছে। সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলা পরবর্তী পিস টিভি বন্ধ হওয়ার প্রেক্ষাপটে সেই পিস নামধারী স্কুলগুলো সম্পর্কে দেশের জনগণ সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকে। কারণ পিস টিভিতে আধ্যাত্মিক নেতা ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য শুনে যদি যুবকেরা ইসলামের নামে তথাকথিত জিহাদে উদ্বুদ্ধ হতে পারে, তবে তাদের পরিচালিত পিস স্কুলেও কোমলমতি শিশুদের তারা মগজ ধোলইয়ের মতো কোনো কাজ করছে না, সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই। আর সে বিষয়টি বর্তমান জঙ্গি দমনে জিরো টলারেন্স নীতিতে থাকা শিক্ষাবান্ধব সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আমলে নিয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায় রাজধানীর মোহাম্মদপুরে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র অনুমোদিত পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ঢাকা শিক্ষাবোর্ডকে তড়িৎ নির্দেশ দেয়। শিক্ষাবোর্ডও তা সঙ্গে-সঙ্গেই আদেশ জারি করে বাতিল করে দেয়। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয় একইসঙ্গে সারাদেশে পিস নামে অনুমোদহীনভাবে চালানো আরো প্রায় অর্ধশতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

বিষয়টি আরো ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যখন সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারির পরপরই তারা রাতারাতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপিত আবার এসব প্রতিষ্ঠানের নাম ও সাইনবোর্ড পাল্টে বহাল তবিয়তে স্কুলগুলো পরিচালনা করছে। দেশে এমনিতেই বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন ও কোচিং সেন্টারের আগ্রাসনে মূল শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটাই টালমাটাল। দেশের যে যেখানে যেভাবে পারছে একেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে ফেলছে। এগুলো কোনোটিরই কোনো অনুমতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে নেওয়া হয়নি। এগুলো দেখভালের জন্য প্রতিটি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী অফিস রয়েছে যারা একটু মনোযোগ দিলেই অতি সহজেই এদেরকে একটি মনিটরিংয়ের আওতায় আনা সম্ভব। এখন সরকারের সক্ষমতা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। কাজেই আর যাতে কেউ শুধুমাত্র ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যেকোন ধরনের নতুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি অনুমোদন ছাড়া স্থাপন করতে না পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। আর যেসব প্রতিষ্ঠান অনুমোদনহীন চলছে সেগুলোকে মনিটরিংয়ের আওতায় এনে তাদের কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনে বন্ধ করে দিতে হবে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারা পড়ছে, কারা পড়াচ্ছে, কী পড়ছে এসব খোঁজ-খবর রাখতে হবে। এসব কাজ শুধু সরকারের একার পক্ষে খোঁজ-খবর রাখা অনেক সময় সম্ভব নাও হতে পারে। সেজন্য দেশের প্রতিটি নাগরিককে এ গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে। আর এভাবেই সম্মিলিতভাবে দেশ থেকে সকল অশুভ শক্তিকে বিনাশ করা সম্ভব।

● লেখক: ডেপুটি রেজিস্ট্রার,
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
e-mail: hkabirfmo@yahoo.com